সশস্ত্র পাহারা

মূল ঃ মাওলানা মাসউদ আজহার

ভাষান্তরে

মাওলানা মাহবুবুর রহমান শামীম

সশস্ত্র পাহারা

মূল ঃ মাওলানা মাসউদ আজহার

ভাষান্তরে
মাওলানা মাহবুবুর রহমান শামীম

অনুবাদকের কিছু কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি বিজয়ী করেছেন ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে, লাখো সালাত ও সালাম মোদের সে প্রিয় নবীজীর প্রতি যাঁর অনুকরণে রয়েছে বিশ্ববাসীর শান্তি ও মুক্তি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ঃ যেখানে রাসূল (সাঃ) এর অসংখ্য সুন্নত রয়েছে তার মধ্যে অস্ত্র সংগে রাখা এবং প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা ঠিক করাও রাসূল (সাঃ) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত বরং একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু আফসোসের বিষয় আজ উম্মতের সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা ওলামায়ে কিরাম পর্যন্ত এ সুন্নত সম্পর্কে উদাসীন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মুজাহিদে আজম হযরত মাওলানা মাসুদ আযহার সাহেব এর "মুসাল্লাহ পাহ্রা" নামক রিসালাটি মুতালায়া করার পর দেখলাম যে এতে বিষয়টিকে উম্মতের সামনে প্রমাণসহ তুলে ধরেছেন। বাংলাভাষী ভাইগণও যেন উপকৃত হতে পারেন সে জন্য রিসালাটির অনুবাদের চেষ্টা করি।

শ্রদ্ধেয় চাচা জনাব মাওলানা ইউছুফ সাহেবের বিশেষ সহযোগিতায় আল্লাহ তায়ালা এ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা তাকে ও অন্যান্য সহযোগীগণকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

মানুষের কোন কাজই ভুলত্রুটির উর্দ্ধে নয় তাই এখানেও ভুল থাকা স্বাভাবিক। পাঠকবৃন্দ অবহিত করে ভবিষ্যৎ উদ্দীপনাকে বাকী রাখতে সহায়তা করার জন্য সকলের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ রইল। আল্লাহ তায়ালা যেন লিখক, অনুবাদক পাঠক, প্রকাশক ও সমস্ত সহযোগীদের প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, এবং এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সকলের নাজাতের উসিলা করেন। আমীন

বিনয়াবনত

মাহবুবুর রহমান (শামীম)

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন স্বনামধন্য মুফতী হযরত মাওলানা মুফতি নোমান সাহেব দাঃ বাঃ এর দোয়া ও বাণী

حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

দুঃখজনক হলেও সত্য, ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের চক্রান্তের শিকার হয়ে আজ শুধু সাধারণ মুসলমান নয় বরং বহু জ্ঞানী, গুণী ও বুদ্ধিজীবী মুসলমানদেরও এ ধারণা জন্মেছে যে জিহাদ মানে সন্ত্রাস, ইসলাম শান্তির ধর্ম এতে এ ধরনের বিধানের বৈধতা কোনভাবেই থাকতে পারে না। অথচ জিহাদ ইসলামের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যার উপর নির্ভর করে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব। এ কারণেই রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

"জিহাদ ইসলামের মেরুদণ্ড"

(মিশকাত ঃ ১/১৪ পৃঃ)

সুতরাং বাংলাভাষী মুসলমানদের এ ভুল ভাঙ্গিয়ে তাদেরকে আপন অধিকারের অনুভূতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য স্নেহভাজন ভাগ্নে মাওলানা মাহবুবুর রহমান শামীম মুজাহিদে আজম মাওলানা মাসুদ আজহার সাহেবের "মুসাল্লাহ পাহ্‌রা" নামক রিসালাটি অনুবাদ করে পাঠকদের সামনে পেশ করেছেন। লিখার জগতে সে নবীন হলেও অনুবাদ দেখে মনে হয় তার ভবিষ্যত উজ্জ্বল। আল্লাহ তার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সকলের নাজাতের উসিলা হিসাবে কবুল করুন এবং সকলের নিকট বইটিকে সমাদৃত করুন। আমীন ॥

বিনীত

মুহাঃ নোমান কাসেমী

উস্তাদ জামেয়া জিননুরাইন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের প্রতি হুকুম করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا.
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - (٢٠٠)

"হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং দুশমনের মুকাবেলায় সুদৃঢ় থাক এবং (ইসলাম ও ইসলামের) সীমান্ত রক্ষায় সুসজ্জিত হয়ে থাক আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যেন নিজ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পার।" (সূরা আল ইমরান, আয়াত- ২০০)

কোরআনের উক্ত আয়াতে (সাবেরু) শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য দুশমনের মুকাবেলায় অটলতা ও দৃঢ়পদ দেখাও এবং (রাবেতু) শব্দের অর্থ ইসলাম এবং ইসলামের সীমান্ত রক্ষায় সর্বদা লেগে থাক। যে দিকেই দুশমনের হামলার আশংকা হয় সেখানেই লৌহ প্রাচীরের ন্যায় সিনা টান করে প্রতিরোধ সৃষ্টি কর।

উক্ত আয়াত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে মুসলমানদের যখন কাফিরদের দিক থেকে আশংকা হয় তখন তারা ময়দান ছেড়ে যেন পলায়ন না করে এবং হযরত মূসা (আঃ) এর কওমের ন্যায় কাপুরুষতা দেখিয়ে নিজ রাসূলকে এ কথা না বলে "তুমি এবং তোমার প্রভু যেয়ে লড়াই করো আর আমরা এখানে বসে থাকি।"

ঈমানদারদের উচিৎ তারা কাফিরদের মুকাবালায় প্রতিরোধ সৃষ্টি করে নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য সিনা টান করে দাঁড়িয়ে যাবে এবং সীমান্তের

প্রতিরক্ষা মজবুত রাখবে যাতে কোন কাফির তাদেরকে ছোট মনে করতে না পারে এবং মুসলমানদের দিকে রক্তচক্ষু তুলে তাকাতে সাহস না করে। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইসলামের শক্তি, দাপট ও এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা।

রাসূল (সাঃ) যখন মদীনা মুনাওয়ারায়ে হিজরত করেন তখন মক্কার মুশরিকরা মদীনার মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইসহ অন্যান্যদের সাথে নিয়ে রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) গণের প্রাণ-নাশের ষড়যন্ত্র করে এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং মক্কার কাফেরদের মাঝে এই মর্মে বহু চিঠি আদান-প্রদান হয়। রাসূল (সাঃ) কাফিরদের ষড়যন্ত্রের মুকাবেলা করার জন্য নিম্নে উল্লেখিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করেন।

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَوَّلَ مَاقَدِمِ الْمَدِيْنَةَ يَسْهَرُ مِنَ اللَّيْلِ –

১. রাসূল (সাঃ) অধিকাংশ সময় পুরোরাত্র জাগ্রত থাকতেন এবং প্রতি মুহূর্তে চৌকান্না থাকতেন। (ফতহুল বারী ৭ নং খণ্ড পৃঃ ৪৭০)

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ كَانَ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَشْجَعِ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزَعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوْا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبْرَ وهُوَ عَلَى فَرَسِ اَبِى طَلْحَةَ عُرى وَفِى عُنُقِه السَّيْفُ وهُوَ يَقُوْلُ لَمْ تُرَاعُوْا –

২. রাসূল (সাঃ) খোদ নিজেই সশস্ত্র থাকতেন এবং অবস্থার উপর কড়া নজর রাখতেন। যেমন সহীহ বুখারী শরীফের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় মদীনাবাসী এক রাত্রে এক আওয়াজ শুনল এবং তাদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তাই তারা সবাই ওই আওয়াজের দিকে বের হয়ে পড়ে। রাসূল (সাঃ) তাদের সকলের অগ্রভাগে ছিলেন এবং তিনিই ঐ ঘটনার তদন্ত করে সকলকে সান্ত্বনা দেন। ওই সময় রাসূল (সাঃ) আবু তালহা (রাঃ) এর আসন বিহীন ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার ছিলেন এবং তাঁর গর্দান মুবারকে তরবারি ঝুলতে ছিল। (সহীহ বুখারী, ৪০৭ পৃঃ ১ম খণ্ড)

৩. রাসূল (সাঃ) এর সকল সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) গণ রাতদিন সশস্ত্র থাকতেন, এবং সঙ্গে থেকে কখনো অস্ত্র ত্যাগ করতেন না। যেমন মুসনাদে দা-রমীর রেওয়ায়াতে রয়েছে–

عَنْ أُبَىٍّ بْنِ كَعْبٍ رض قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ الْمَدِيْنَةَ اٰوَتْهُمُ الاَنْصَارُ ورَمَتْهُمُ الْعَرَبُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ وَكَانُوْا لاَ يَبِيْتُوْنَ الاَّ بِالسِّلاَحِ وَيُصْبِحُوْنَ الاَّ مِنْهُ –

“হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ মদীনায় আগমন করেন এবং আনসারগণ তাদেরকে আশ্রয় দেন তখন আরবের সকল কবিলাগুলি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে একপায়ে খাড়া হয়ে গেল, তখন সাহাবায়ে কিরামগণ রাতদিন নিজেদের সঙ্গে অস্ত্র রাখতেন।

عن عـائـشـةَ رضـ تَقُـوْلُ كَـانَ الـنَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـه وسَلَّمَ سـهِر فَلَمَّا قَدِم الْمدِيْنَـةَ قَالَ لَيْـت رجُلاً صَالحًا مِّنْ اَصْحَابِى يـحْرُسُنِى اللَّيْلَةَ اذْ سـمعْنَا صوْت سلاَحٍ فَقَال من هذَا فَقَالَ اَنَا سـعْدُ بْنُ وَقَّاص ٍجِئْتُ لاَحْرُسَك وَنَام الـنَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وسَلَّمَ -

৪. সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) গণ সর্বদা পাহারা দিতেন খোদ রাসূল (সাঃ) নিজেই এই আকাংখা করতেন যে কোন নেককার মুসলমান রাসূল (সাঃ) এর ঘর পাহারা দিক। সহীহ বুখারীর এক রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল (সাঃ) খোদ নিজেই জাগ্রত থাকতেন এবং যখন কেউ পাহারা দেয়ার জন্য আসতো তখন তিনি আরাম করতেন। সহীহ বুখারী (৭৬ পৃঃ ১ম খণ্ড)

রাসূল (সাঃ) এর এভাবে জাগ্রত থাকা, চৌকান্না থাকা, এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) গণের সবসময় সশস্ত্র থাকা এবং রাসূল (সাঃ) নিজের সঙ্গে অস্ত্র রাখা এসবকিছু এ জন্য ছিলনা যে তাঁরা (নাউযুবিল্লাহ ছুম্মা নাউযুবিল্লা) কাফিরদের ভয় করতেন অথবা কাপুরুষ ছিলেন। বরং রাসূল (সাঃ) তো সবচেয়ে বড় বাহাদুর ছিলেন। দেখুন ঃ (সহীহ বুখারী ৪৫ পৃঃ নূরুল ইয়াক্বীন, ২৭৭ পৃঃ)

রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামগণ (রাঃ) কাপুরুষতা থেকে এমনভাবে মুক্তি চাইতেন যেভাবে আশ্রয় চাইতেন তাঁরা কুফুর এবং শিরক থেকে।

عنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ كَان النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـه وسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ انِىْ اَعُوْذُبِك منَ الْعَجْزِ وَالْكَسلِ وَالْجُبْنِ وَالْهرمِ واَعُوْذُبِك من الْهرمِ -

দেখুন ঃ (সহীহ বুখারী ৩৯৬ পৃঃ ১ম খণ্ড)

সাহাবায়ে কিরামগণ (রাঃ) কাপুরুষতাকে মস্ত বড় দোষ এবং রোগ মনে করতেন। এজন্যেই তো এক সাহাবী রাসূল (সাঃ) এর নিকট প্রার্থনা করেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তো ভীতু লোক এবং আমার ঘুমও বেশি আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। রাসূল (সাঃ) তার জন্য দুআ করেন অতঃপর তার কাপুরুর্ষতার রোগ নিবারণ হয়ে যায়।

(খাছায়েল নববী ১৩৪ পৃঃ)

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) কাপুরুষতা এবং কৃপণতাকে নিকৃষ্টতম দোষ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

সুতরাং রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামগণের (রাঃ) অস্ত্র রাখা ও পাহারাদারী করাকে কাপুরুষতা ও ভীরুতা মনে করা মারাত্মক অপরাধ ও মস্তবড় গুনাহ।

রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামগণের (রাঃ) কাজগুলির অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহর উপর তাঁদের ভরসা ও নির্ভরশীলতা ছিল না। কেননা রাসূল (সাঃ) এর চেয়ে কোন ব্যক্তি বেশি ঈমানের অধিকারী হতে পারে? এবং আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভরশীল রাসূল (সাঃ) এর চেয়ে বেশি আর কে হবে?

এভাবে সাহাবায়ে কিরামগণের ঈমানের সাক্ষী তো খোদ কোরআন মজীদই দিতেছে। এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের প্রতি এ হুকুম রয়েছে যে, তাদের ঈমান যেন সাহাবায়ে কিরামদের (রাঃ) ঈমানের মতই হয়।

এখন প্রশ্ন হল যখন রাসূল (সাঃ) এর ঈমান এত উঁচু পর্যায়ের যে তাঁর ঈমান পর্যন্ত না কেন নবী, রাসূল পৌঁছতে পারে এবং না কোন নিকটতম ফেরেশতা, তবুও কেন রাসূল (সাঃ) অস্ত্র হাতে নিলেন? কেন বসালেন নিজ গৃহ মুবারকের উপর সাহাবায়ে কিরামদের (রাঃ) সশস্ত্র পাহারা?

যুদ্ধের ময়দানে নিজ শরীর মুবারকে দুই দুইটি যুদ্ধের পোশাক কেন পরিধান করলেন? কেন ব্যবহার করলেন মাথায় জংগী টুপি?

এহেন অবস্থায় কোন মুর্খরা গোস্তাখ কি একথা বলতে পারে? যে, অস্ত্র তো নবুওয়াতী মর্যাদার পরিপন্থী! যেরকম বর্তমান ওলামাগণের মর্যাদার পরিপন্থী, রাসূল (সাঃ) এর পাহারাদারী তাওয়াক্কুল ও ভরসা না থাকার কারণে ছিল। ঈমানের দুর্বলতার কারণেই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) শরীরে দুই দুইটি যুদ্ধের পোশাক পরিধান করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

বরং এখানে এটাই বলতে হবে যে রাসূল (সাঃ) এসব কিছু মহান আল্লাহ তায়ালার হুকুমেই করেছেন এবং তাঁকে রাযী করা এবং তাঁর হুকুম পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করার জন্যেই এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েছেন।

মুহাদ্দিসীন কিরামগণ বলেন যে, রাসূল (সাঃ) উম্মতকে তাদের প্রতিরক্ষার গুরুত্ব এবং পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার জন্যেই শরীর মুবারকে দুটি (লোহার) যুদ্ধের পোশাক পরিধান করেন।

রাসূল (সাঃ) মাথায় লোহার টুপি এ জন্যেই পরিধান করেছেন যেন উম্মত নিজেদের মাথার যত্ন থেকে বে-পরোয়া না হয়।

রাসূল (সাঃ) অস্ত্র এ জন্যেই ব্যবহার করতেন যেন কাফিররা মুসলমানদেরকে নিছক গ্রাসযোগ্য মনে না করে। বরং সব সময় যেন তারা মুসলমানদের ভয়ে ভীত হয়ে থাকে।

রাসূল (সাঃ) জংগী প্রস্তুতি এ জন্যেই করেছেন যে, তিনি এবং তাঁর ধর্ম দুনিয়াতে নিঃশেষ হওয়ার জন্যে আসেনি বরং দুনিয়া থেকে কুফর এবং শিরককে নিঃশেষ করার জন্য এসেছে। যেমন ঃ রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেন, “আমার নাম মাহী (নিশ্চিহ্নকারী) আল্লাহ তায়ালা আমার দ্বারা কুফুরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।

দুনিয়ার সাধারণ নীতিতে ও মানুষ নিজেদের সামান পাত্র হিফাজত করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে, ইহাকে কোন দোষ মনে করা হয় না। মানুষ স্বর্ণ রূপার হিফাজতের জন্য কতইনা চেষ্টা করে, এমনকি নিজের জুতার হিফাজতের জন্যও বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে, প্রায় মালদার প্রতিষ্ঠানগুলির বাইরে সশস্ত্র চকিদার থাকে। এগুলোকে কেউ আপত্তিকর মনে করে না। ঘর এবং গবাদি পশুসমূহের হেফাজতের জন্য কুকুর রাখা হয়, শরীয়তও তা অনুমোদন করে! ঘরের হিফাজতের জন্য দরজাকে যথেষ্ট মনে করা হয় না বরং কড়া এবং তালা ও চকিদারও রাখা হয়। এগুলো সকলের নিকটেই প্রশংসনীয় ও জরুরী কাজ। যখন দুনিয়ার সাধারণ জিনিষগুলির (স্বর্ণ, রূপা, মাল, গবাদিপশু) হিফাজতকে একটি পুণ্যবান বরং জরুরী বিষয় মনে করা হয়! উহার হিফাজতের জন্য সশস্ত্র বাহিনী ও পাহারা নিযুক্ত করা কোন আপত্তিকর বিষয় নয়, অথচ আল্লাহ তায়ালার দ্বীন এবং উহার অনুসারী মুসলমানগণ, এবং দ্বীনের পথ প্রদর্শক ওলামাগণ এই সকল বস্তু অপেক্ষা অনেক বেশি মূল্যবান। কেননা তাদের জান, মান ও ইজ্জতের সম্মান দিয়েছেন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন। তবে কি? দ্বীনের মত মহামূল্যবান বস্তু এবং অসাধারণ মূল্যের অধিকারী মুসলিম জাতিকে প্রতিরক্ষা বিহীন ছেড়ে দেয়া যাবে? তাদের হিফাজতের জন্য সশস্ত্র পাহারা ও বাহিনী নিযুক্ত করা কি মহা পাপ ও দোষণীয় হবে? কখনো নয় বরং আল্লাহ তায়ালা ইসলাম এবং মুসলমানদের হিফাজতের জন্যে শক্ত কানুন অবতীর্ণ করেছেন! যদি মুসলমানগণ এই কানুনগুলি এবং আহকামসমূহ ঠিকভাবে পালন করে তবে কোন কাফিরের চোখ রাঙ্গিয়ে দেখারও সাহস হবে না।

কোরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন স্থানে ইসলাম এবং মুসলমানদের দুশমনদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যেন মুসলমানগণ খুব ভালভাবে বুঝে নেয় যে, তাদের দুশমন কারা এবং তাদের দোস্ত কারা?

আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদে শত্রুদের শত্রুতার পর্যায়ও বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, বড় দুশমন কারা, ছোট দুশমন কারা? এবং ঐ শত্রুদের প্রতিজ্ঞা ও তাদের চাহিদা সম্পর্কে ও মোমেনদেরকে অবহিত করেছেন।

এ সম্পর্কে আয়াত তো অনেক রয়েছে, উদাহরণ ও উপমা স্বরূপ কিছু আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا –

১. আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে পাবেন। (সূরা মা-ইদাহ, আয়াত- ৮২)

وَلَايَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَن دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا –

২. কাফিররা তো সর্বদা তোমাদের সাথে লড়তেই থাকবে যে পর্যন্ত না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে সরিয়ে দিবে যদি তা সম্ভব হয়। (সূরা বাকারাহ, আয়াত- ২১৭)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِنْ دُوْنِكُمْ لَايَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ط وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ج قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ -

৩. হে ঈমানদারগণ তোমরা ঈমানদার ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বানিও না তারা (কাফির গোষ্ঠী) তোমাদের ক্ষতি সাধনে কোন ত্রুটি করবে না। তোমরা কষ্টের মধ্যে থাক, তাতে তাদের আনন্দ হয়। তোমাদের প্রতি তাদের শত্রুতা তাদের মুখ থেকেই প্রকাশ পায় আর যা কিছু তাদের অন্তরে গোপন রয়েছে তা তো এর চেয়েও অধিক ভয়ংকর।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১১৮)

এ বিষয়ে কোরআন মাজীদে আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে, সবগুলোর উদ্দেশ্যই হল মুসলমানদেরকে কাফিরদের দুশমনী এবং তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা। এবং ইহা বর্ণনা করে দেয়া যে ইসলাম ও মুসলমান কোন অবস্থাতেই কাফিরদের মনঃপুত নয়। তাদের এত তৎপরতার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে স্বমূলে নিঃশেষ করা। উদাহরণ স্বরূপ রাসূল (সাঃ) এর যুগে শুধু রাসূল (সাঃ)কে হত্যা করার জন্যে যে চেষ্টা তৎপরতা চালানো হয়েছে তার বর্ণনা করতে হলেও এক দপ্তরের প্রয়োজন। সমষ্টিগতভাবে এবং এককভাবে আক্রমণ করে রাসূল (সাঃ)কে শহীদ করার কতরকম চেষ্টা চালানো হয়েছে, খাদ্যের সাথে বিষ মিশ্রিত করে হত্যা করার চেষ্টা চালানো হয়েছে, নৈশ হামলা করার জন্যে জঙ্গী ক্যাম্পও করা হয়েছে, হত্যার করার জন্যে ঘোড়াও লালন পালন করে মোটাতাজা করা হয়েছে। কিন্তু রাসূল (সাঃ) সবরকম ষড়যন্ত্রের উপর কড়া নজর

রেখেছেন এবং কোন ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠার আগেই তা দমনের ব্যবস্থা করেছেন।

কোরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা শুধু কাফিরদের শত্রুতা এবং ষড়যন্ত্র ইত্যাদির বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং মুসলমানদেরকে এমন পথ প্রদর্শনও করেছেন যার উপর আমল করে তারা কাফিরদের ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র হতে বাঁচতে পারে, মূলোৎপাটন করতে পারে কুফুর ও শিরকের।

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে কফিরদের জন্য রসাল গ্রাস বানাননি বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ধর্মকে দুনিয়ায় সকল ধর্মের উপর বিজয় দান করেছেন। আর এ বিজয় ঐ সময়ই হতে পারে যখন এই ধর্মের অনুসারীরা এবং এই ধর্মের স্মারকগণ সংরক্ষিত হবে এবং মজবুত হবে। আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের জন্য শুধু বিজয় এবং উঁচু শিরের ঘোষণা দেননি বরং এ ঘোষণার সাথে সাথে তাদের বিজয় এবং শির উঁচু রাখার পথ সমূহ ও অবগত করে দিয়েছেন এবং কাফেরদের সাথে মুকাবালার পদ্ধতি ও বাতলিয়ে দিয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে এই হুকুম দিয়েছেন যে তারা কাফিরদের মুকাবালায় নিজেদের হিফাজত নিজেদের ধর্ম, জান, ইজ্জত ও মালের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। এ সম্পর্কে অসংখ্য দলিল প্রমাণ রয়েছে বুঝার জন্য শুধু “সালাতুল খাওফ” (ভীতি অবস্থার নামাজ)কে লক্ষ্য করা যাক আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে এ হুকুম দেননি যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কাফিরদের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাক, আমি তোমাদের হিফাজত করব। বরং আল্লাহ তায়ালা এ হুকুম দিয়েছেন যে, যখন নামাযের মধ্যে কাফিরদের আক্রমনের আশংকা হয় তখন তোমরা সশস্ত্র অবস্থায় দু দলে বিভক্ত হয়ে যাও, একদল ময়দানে কাফিরদের মুকাবেলা করবে এবং অপর দল ইমামের পিছনে অর্ধেক

নামাজ পড়বে অতঃপর এরা শত্রুর মুকাবেলায় ময়দানে যাবে এবং শত্রুর মুকাবেলায় যে দলটি ছিল তারা ইমামের পিছনে দাঁড়াবে ইমাম তাদেরকে নিয়ে বাকি নামায পুরা করবে অতঃপর এ দলটি পুনরায় ময়দানে চলে যাবে এবং প্রথম জামাত এসে নিজেদের নামাজ পুরা করে কাফেরদের মুকাবেলায় চলে যাবে এবং ২য় জামাত তাদের অবশিষ্ট নামায পুরা করে ময়দানে সমবেত হবে।

একটু চিন্তা করুন, নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা দ্বীনের স্তম্ভ, এর মধ্যেও প্রতিরক্ষার এ উত্তম বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন, অথচ নামায অপেক্ষা বড় ইবাদত আল্লাহ তায়ালার নিকটতম আর কি হতে পারে? কিন্তু এরকম নৈকট্যের সময়ও আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের হুকুম দিয়েছেন যে, তারা যেন নিজেদের অস্ত্র থেকে বে-পরোয়া না হয়। এবং নিজেদের প্রতিরক্ষার বন্দোবস্ত করে রাখে, এবং কাফিরদেরকে কোন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ যেন না দেয়, এ জন্যেই তাদেরকে নামাজে চলাফেরার অনুমতি প্রদান করা হল এবং নামাজের মধ্যে চলাফেরা অবস্থায় কাফিরদেরকে হত্যা করলে নামাজ নষ্ট হবে না, কেননা চলাফেরাতে লড়াই করা, কাফিরদেরকে হত্যা করাও ইবাদত এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুম, এর দ্বারা নামাযের মধ্যে কোন বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে না।

সালাতুল খাওফ এর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুলইজ্জত কাফিরদের এক চাহিদা এবং তাদের এক ধোঁকার বর্ণনা দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ج وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً –

এবং মুসলমানরা যেন নামাজের মধ্যে নিজেদের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা এবং হাতিয়ার সাথে রাখে, কাফিররা চায় যে, কোনভাবে তোমরা নিজেদের অস্ত্র এবং মালপত্র হতে বেখবর হয়ে যাও, যেন তারা একযোগে তোমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে, (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ১০২)

চার

এটা কোরআনের ফয়সালা যে, কাফির মুসলমানদের অস্ত্র থেকে বে-পরোয়া হওয়া এবং তাদের উপর একত্রে আক্রমণ করার সুযোগের সন্ধানে থাকে, এটা তো কাফিরদের চাহিদা, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কি চায়? দেখুন আল্লাহ তায়ালা কি ইরশাদ করেন ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَن يُحِقَّ الْحقَّ بِكَلِمٰتِه وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ –

এবং আল্লাহ তায়ালা চায় যে স্বীয় কথা দ্বারা সত্যকে সত্য হিসেবে প্রমাণ করে দিবে এবং কাফিরদের মূল কর্তন করে দিবে। (সূরা আনফাল, আয়াত- ৭)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা চায় যে মুসলমান কাফিরদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং তিনি তাদের সাহায্য করে সত্যকে সত্য বলে এমনভাবে প্রতীয়মান করবেন যেন প্রত্যেককেই তা স্বীকার করতে হয় যে, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে বিনা সংঘর্ষেও হক্বকে বিজয়ী এবং বাতিলকে পরাজিত করে দিতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের পরীক্ষা নিতে চান যে, তারা তাঁর হুকুমের উপর অটল থেকে অস্ত্র তুলে নিয়ে ময়দানে বাহির হয়ে বড় বড় দুশমনদের সহিত টক্কর দেয় কিনা? অতঃপর যখন মুসলমানগণ এই পরীক্ষায়

পুরোপুরিভাবে অবতীর্ণ হয় এবং কাফিরদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিশেষ সাহায্য করেন এবং এই সংঘর্ষের পরিবর্তে দুনিয়া থেকে ফিতনা ফাসাদ পুরোপুরিভাবে নির্মূল হয় এবং মুসলমানগণ বড় বড় মর্যাদার অধিকারী হয়। কিন্তু যদি মুসলমানগণ কাফিরদের মুকাবেলায় না আসে বা পলায়ন করে তবে তাদের উপর যিল্লতি আর লাঞ্ছনা নেমে আসবে যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, সার কথা কাফির মুসলমানদের চির শত্রু এবং তারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য এক পায়ে খাড়া। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে কাফিরদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন বিধান দিয়েছেন, তার থেকে একটি বিধান এই যে, মুসলমান কাফিরদের প্রতি নিজেদের প্রভাব এবং ভীতি প্রদর্শনের জন্য সাধ্য পরিমাণ জিহাদের সরঞ্জাম জমা করবে, অত্যাধুনিক অস্ত্র রাখবে, উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়া পালবে, যেন কাফিররা সর্বদা ভীত হয়ে থাকে এবং কোন মুসলমানের জান, মাল, ইজ্জত আবরু নষ্ট করতে না পারে, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

وَأَعِدُّوْا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ -

এবং তোমরা প্রস্তুত করো কাফিরদের সাথে লড়াই করার জন্যে যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার, নিজ শক্তি সামর্থ হইতে এবং পালিত ঘোড়া হইতে, যেন এর দ্বারা ভীতি সন্ত্রস্ত করতে পার আল্লাহর দুশমনদেরকে ও তোমাদের দুশমনদেরকে।" (সূরা আনফাল আয়াত- ৬০)

এ আয়াতে কারীমা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে মুসলমানদেরকে সর্বদা অস্ত্র এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম রাখা উচিৎ বিশেষ করে যখন কাফিরদের পক্ষ থেকে হামলার আশংকা হয় তখন এই তৈরির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়।

তবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূল (সাঃ) মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিরক্ষার জন্য কি রকম বিশাল তৈরি নিয়েছেন এবং মুসলমানদের বিশাল যুদ্ধংদেহী বাহিনী তৈরি করেছেন, সাহাবায়ে কিরামগণ (রাঃ) থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল-আসবাব একত্রিত করেছেন, যুদ্ধের সরঞ্জামাদিও খরিদ করেছেন। অত্যন্ত গরমের মধ্যে অনেক দূরত্বের সফর করেছেন এবং এ আশংকার বুনিয়াদও নিঃশেষ করে দিয়েছেন যা পরবর্তিতে বড় ক্ষতিকর হতে পারে। এই যুদ্ধে লড়াই হয়নি কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা এতে যোগ দেননি তাদের সাথে রাসূল (সাঃ) বয়কট (সম্পর্ক ছিন্ন) করেছেন এবং সকল মুসলমানদেরকেও তাদের সাথে বয়কট এর হুকুম দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ দিন পর তাদের তাওবা কবুল হয়। মক্কা মুকাররমাহর এক কাফির খালিদ বিন সুফিয়ান হুযালী মিনার এলাকায় জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে হত্যার জন্য একটি ক্যাম্প তৈরি করে প্রস্তুতি নিতেছিল, রাসূল (সাঃ) ৫/১/৪ হিজরী সনে স্বীয় সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন উনাইছ আনসারী (রাঃ)কে তাকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন, সে যখন সফল হয়ে ফিরে আসে তখন তাকে রাসূল (সাঃ) একটি লাঠি দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

রাসূল (সাঃ) নিজেই নিয়মিত অস্ত্র ক্রয় করতেন যেমন সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়াতে রয়েছে ঃ

فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلى اَهْلِه وَنَفَقَةَ سنَتَهِمْ مِنْ هذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَابَقِى فَيَجْعَلُهُ مجْعَلَ مَالِ اللّٰه وَفِى الْحَاشْيَة (مجْعَلَ مَالِ اللّٰه) بِاَن يَّجْعَلَهُ فِىْ السَّلاَحِ وَالْكُرَاعِ وصالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ -

"রাসূল (সাঃ) বনু নাযীর হতে উৎপাদিত মাল থেকে নিজ স্ত্রীগণ (রাঃ) এর খরচ বাহির করে বাকী মাল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর জন্য অস্ত্র এবং ঘোড়া ক্রয় করতে খরচ করতেন।" (সহীহ বুখারী ২/৫৭৫)

রাসূল (সাঃ) এর অস্ত্রের সাথে ভালবাসা এবং আন্তরিকতার পরিমাপ এ থেকেই করা যেতে পারে যে, রাসূল (সাঃ) এর নিকট আরবের প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ তলোয়ারগুলি ছিল। যার মধ্যে কিছু তলোয়ারের বাঁট রূপা খঁচিত ছিল। রাসূল (সাঃ) সর্বদা যুদ্ধের সরঞ্জাম বৃদ্ধি করার ফিকির করতেন বদর যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট দুইটি ঘোড়া এবং অল্প কিছু তরবারি ছিল। কিন্তু রাসূল (সাঃ) এর জিহাদি প্রেরণা অস্ত্রের স্তূপ থেকেও শক্তিশালী ছিল। পরবর্তীতে খোদ রাসূল (সাঃ) এর নিকট এগারটি তরবারী, আটটি নেযা, ছয়টি কামান, দুটি জংগী টুপি, সাতটি যুদ্ধ পোশাক, চারটি ঢাল, ঘোড়া, উট, উটনী ইত্যাদি সরঞ্জামাদি ছিল।

পাঁচ

অস্ত্রের প্রতি যাদের ঘৃণা রয়েছে এবং যারা এ থেকে বিমুখতা পোষণ করেন, রেওয়ায়াতের প্রতি একটু চিন্তা করুন এবং নিজের মেজাযের উপর অনুশোচনা করুন।

عن عمروبن الحارث قال ماترك النبى صلى الله عليه وسلم الا سلاحة وبغلة وبغلته البيضاء وارضا تركها صدقة -

হযরত ওমর বিন হারেস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হুজুর আকরাম (সাঃ) নিজের পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে নিজের সাদা খচ্চর নিজের অস্ত্র এবং

নিজের ঐ যমীন যা দান করে দিয়েছেন, এগুলি ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। (সহীহ্ বুখারী ৪৩ পৃঃ ১ম খণ্ড)

অন্য রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই খচ্চরটিও রাসূল (সাঃ) এর জিহাদের কাজে আসতো। রাসূল (সাঃ) এর তরবারি রাখা! যুদ্ধ পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি তো ধারাবাহিকভাবে হাদীস শরীফে এসেছে।

তার পর খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) এর সময়কালেও প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব ছিল এবং মুসলমানরা কখনো অস্ত্র থেকে বিমুখ হয়নি বরং তারা তো তলোয়ারকে নিজেদের ঐশ্বর্য মনে করতই তদুপরি অত্যাধুনিক অস্ত্র আবিষ্কারের চিন্তাও করত যেমন রাসূল (সাঃ) এর সময় কালেই সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) গণ মিনজানিক তৈরি করা শিখেছিলেন। এবং তায়েফ যুদ্ধে তা ব্যবহারও করেছিলেন। রাসূল (সাঃ) এরপর সাহাবায়ে কিরামগণ (রাঃ) ছুবুর নামী আরো একটি প্রতিরোধমূলক অস্ত্র আবিষ্কার করেন। রাসূল (সাঃ) এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এই মুজাহিদগণ নিজেদের তরবারী এবং তীর দিয়েই রোম এবং পারস্যের ন্যায় পরাশক্তির সাথে টক্কর দিয়েছেন এবং তাদের অবসান ঘটিয়েছেন, ঐ সময় পর্যন্ত কারো মনে এই ধারণা আসেনি যে তরবারী এবং আখলাক পরস্পর বিপরীত জিনিস! কেউ এই সূক্ষ্ম দোষ সম্পর্কে চিন্তাও করেনি যে, অস্ত্র ছিনতাইকারী এবং বদমাশ মাস্তানদের নিদর্শন। কেউ উম্মতকে এই মাসআলা শিক্ষা দেয়নি যে, আলেমদের জন্য অস্ত্র অত্যন্ত দোষের বিষয়। ঐ সময় তো সাইয়্যেদেনা আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এর মত মুহাদ্দিস, সাইয়্যেদেনা ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মত মুফাস্‌সির, সাইয়্যেদেনা উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এর মত ক্বারী, সাইয়্যেদেনা মোআয ইবনে জাবাল (রাঃ) এর মত মুফতি, সাইয়্যেদেনা আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) এর মত উম্মতের

আমানতদার, সাইয়্যেদেনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর মত ফকীহ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন সাইয়্যেদেনা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), সাইয়্যেদেনা ওমর ফারুক (রাঃ) সাইয়্যেদেনা ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ), সাইয়্যেদেনা আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ)দের মত ইলমের সাগরও অস্ত্র রাখতেন, অস্ত্র পরিচালনা করতেন এবং অস্ত্রের সাথে ভালবাসা রাখতেন।

হযরত মুআবিয়াহ (রাঃ) এর সময়কালে তো নামাজ পড়া অবস্থায় সশস্ত্র পাহারাদার মেহরাবের মধ্যেও পাহারা দিতো। ঐ সময় মসজিদগুলির ভিতরে প্রথম কাতারে মাকসুরা (প্রতিরক্ষা মোর্চা) বানানো হতো। এবং সাহাবায়ে কিরামগণও বড় বড় তাবেয়ীগণ এবং ইমামগণও ঐ মাকছুরা (মোর্চা) গুলির মধ্যে নামাজ আদায় করেছেন।

ঐ সময় মুসলমানগণ এক মুহূর্তের জন্যও অস্ত্র থেকে বেখবর এবং নিজেদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা হতে বে-পরোয়া হতোনা। কেননা তারা ভাল করেই বুঝতো যদি ইসলামের সম্মান, মুসলমানদের প্রতিরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সীমান্তগুলি কমজোর হয়ে যায় তবে ইসলামের নিদর্শন ফরয ওয়াজিবগুলিও সংরক্ষিত থাকবে না। সাহাবায়ে কিরামগণের (রাঃ) মত তাবেয়ীনদের মধ্যেও এই যওক ছিল। হযরত ইমাম হাসান বসরী (রাহঃ) এর মত উঁচু মর্যাদার ইমামও অস্ত্র হাতে নিয়েছেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করেছেন! তিনি কাবুলের লড়াইতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর দ্বারা না হাসান বসরীর এলেমের উপর কোন আঁচ পড়েছে না তার কোন মর্যাদাক্ষুণ্ন হয়েছে, না তাসাউফ এর এই বেতাজ বাদশাহকে কেউ অপবাদ দিয়েছে যে বুজর্গী এবং অস্ত্র তো পৃথক পৃথক জিনিস তিনি কেন অস্ত্র হাতে নিয়েছেন। হযরত হাসান বসরী (রাহঃ) এর জীবনীর লিখক উল্লেখ করেন যে বৃদ্ধ অবস্থায়ও তিনি জিহাদ ছাড়েননি এবং অস্ত্র থেকে বিমুখ হননি অথচ

ডাক্তার নিষেধ করতো কিন্তু হাসান বসরী (রহঃ) জিহাদের স্বাদে পাগল হয়ে থাকতেন।

তাবেয়ীনদের পর উম্মতের আলিমগণ, হযরাতে মুহাদ্দিসগণ এবং ফুকাহাগণও জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিয়মে জিহাদ জারী রেখেছেন এবং অস্ত্রের সাথে আন্তরিকতা রেখেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাহঃ) এর মত মুহাদ্দিস এবং ইমাম আওযায়ী (রহঃ) এর মত ফকীহ বিভিন্ন ময়দানে লড়াই করতেন এবং ইলমের খিদমতও করতেন। ওই সব ওলামা ও মাশায়েখদের লম্বা এক সূচি রয়েছে যারা ইলম ও মা-রিফাতের সাথে জিহাদের বাতিও জ্বালিয়ে ছিলেন। আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেউ অস্ত্রকে ইলমের জন্য ক্ষতিকর এবং জিহাদকে বুজুর্গীর বিপরীত বলে সাব্যস্ত করেননি। বরং যার যে পরিমাণ তাওফীক হয়েছে তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ মজবুত এবং অকাট্য ফরীযার খিদমত করেছেন। কেউ তো খোদ ময়দানে বের হয়ে পড়েছেন কেউ কিতাব লিখেছেন কেউ জিহাদের মাসআলা সমূহের গ্রন্থ বিশ্লেষণ করেছেন।

আজ কোন ইসলামী কুতুবখানার তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ এবং উসুলে ফিকহের এমন কোন কিতাব নেই যার মধ্যে জিহাদের ফাযায়েল ও কল্যাণ এবং অস্ত্রের প্রতি ভালবাসার শিক্ষা পাওয়া যায় না। বরং আমাদের পূর্বপুরুষ আকাবীরগণের তো সর্বদাই এ মন্তব্য ছিল যে, জিহাদ সর্ব উত্তম ইবাদত এবং জিহাদের দ্বারা ইলমে বরকত হয়। সাহাবায়ে কিরামগণের (রাঃ) ইলমে বরকত এই জিহাদের মুবারক আমলের বদৌলতেই ছিল। তাঁরা যাই কোরআনে শুনতো তাই জিহাদের ময়দানে দেখতো। তাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার সাহায্য এবং শক্তি এক অনুভূতিশীল জিনিস ছিল এ জন্যেই তাদের ইলম অনেক উঁচু মর্যাদার ছিল। আমাদের আকাবীর ওলামায়ে দেওবন্দও এ

আমলের উপর দৃঢ় ছিলেন। উপমহাদেশের তাসাউফের ইমাম হযরত হাজ্বী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) হুজ্জাতুল ইসলাম কাছিমুল উলুম ওয়াল খায়রাত, হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহঃ), ফকীহুন নফস যুগের আবু হানীফা হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গুঙ্গোহী (রহঃ), এ যুগের বরকত হযরত মাওলানা হাফেজ জামেন (শহীদ রহঃ), আমীরুল মুজাহিদীন হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ ইসমাইল শহীদ (রহঃ) কে অস্ত্র হাতে বিভিন্ন ময়দানে লড়তে দেখা গেছে। এ সমস্ত জ্ঞানী এবং শ্রদ্ধাভাজন পূর্বপুরুষগণ লাঞ্ছনার জীবনের উপর ইজ্জতের মৃত্যুকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাঁরা বিভিন্ন ময়দানে বের হয়ে সাহসিকতার সহিত ইংরেজদের মুকাবেলা করেছেন। কিন্তু কারো এই সাহস হয়নি যে এ সমস্ত আকাবীরগণের উপর অপবাদ দিবে যে দ্বীনের মুহাফিজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন থাকা সত্ত্বেও এই আকাবীরগণ অস্ত্র হাতে নিয়ে ইসলামকে বরবাদ করেছেন এবং দ্বীন ধর্মের মান হানি করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

ছয়

কিন্তু আফসোসের বিষয় হল উম্মত ইংরেজদের চক্রান্তের শিকার, গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানীর যাদুতে বিভ্রান্ত! যার দরুন ইংরেজরা ওলামাগণকে লাঞ্ছিত অপমানিত এবং নিরস্ত্র করার পাঁয়তারা করেছে এবং তাদেরকে দুর্বল করে অন্যদেরকে শক্তিশালী করে দ্বীনকে অপমানিত করার নীল নকশা এঁকেছে। ইংরেজ পোষ্য গোলাম আহমদ ও তাদের ছত্রছায়ায় লালিত প্রচার মাধ্যমগুলো সবাই মিলে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। তারা

ওলামাদের শক্তি এবং দাপটকে খুব ভয় করতো। তারা এই সূক্ষ্ম জিনিষ খুব ভালভাবে বুঝেছিল যে, দ্বীনদারদের শক্তির মধ্যে দ্বীনের বড়ত্ব দাপটের ভেদ নিহত রয়েছে এ জন্যেই দ্বীনদার মুসলমানগণকে নিরস্ত্র করার পরিকল্পনা নিল।

চারিদিক থেকে সবাই একই চিৎকার জুড়ে দিল যে, অস্ত্র ছিনতাই কারীদের চিন্থ অস্ত্র ওলামাদের মর্যাদার পরিপন্থী, অস্ত্র বদমাশ গুন্ডাদের অপবিত্র ইচ্ছা বাস্তবায়নের পথ, অস্ত্র মাশায়েখদের হাতকে কলংকিতকারী জিনিস! এই প্রোপাগান্ডা এত জোরদার হয়ে উঠল যে, পান্ডু বর্ণবাস্পের মত মুসলমানদের অন্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

নবী উসসাইফ (তরবারীর নবী) এর উম্মত তরবারীকে ঘৃণা করতে লাগিল। আল্লাহ তায়ালার আহকাম গোপন করে ওলামাদের নিরস্ত্র করে দেয়া হল! তাই ওলামাগণ দুর্বল হয়ে গেল।

চোর এবং ডাকাতদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয়েছে অস্ত্রকে জাগীরদার এবং জমিদারদের জুলুমের সংরক্ষক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্বীনের সংরক্ষকদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে দ্বীনের দুশমনদের হাতে দেয়া হয়েছে! ঈমান এবং জিহাদ যা কাল পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল আজ একটাকে অপরটা হতে পৃথক করে দেখানো হচ্ছে পাপিষ্ঠরা শক্তিশালী হয়েছে এবং দুর্বল হয়েছে মুমিনরা। অত্যাচারী, হত্যাকারী হয়েছে শক্তিশালী আর দ্বীনদার মুসলমানগণ হয়েছে নিপীড়িত নির্যাতিত। অস্ত্র শক্তির উপর কর্তৃত্ব করছে নাস্তিকরা আর মসজিদ এবং মাদ্রাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে ওলামাগণকে। ওলামাগণ যদি আওয়াজ তুলে বা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে তবে গুলি মেরে ঝাঁঝরা করে অন্যদেরকে দৃষ্টান্তমূলক হুঁশিয়ারী করে দেয়া হয়। কুকুর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, পাথর বেঁধে দেয়া হয়েছে, রাখা হয়েছে নাস্তিক মালাউন খোদাদ্রোহীদের পিছনে আগ্নেয়াস্ত্র, দ্বীনদার

মুসলমানদেরকে মুখের গ্রাস বানিয়ে বিদ্রূপ আর হাসি-তামাশার বস্তু বানানো হয়েছে। তারপরও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের মুখ বন্ধ হয়নি। তাদের এই মুখে যারা লাগাম দিবে তাদের দুর্বল সহায়হীন মুখ দেখা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। এখানে ইতি নয় বরং তাদের কলম রাসূল (সাঃ) এর আব্রু ইজ্জতের উপর একের পর এক আঘাত করে চলছে, কিন্তু এই ইজ্জত আব্রু সংরক্ষকদের নিরস্ত্র করে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং তারাইবা আর কি করবে? ওলামাদের দাঁড়ি চেছে ফেলা হয়েছে। খতবে নবুওয়তের মাসআলার মত ইজমায়ী (ঐকমত্যের) মাসআলাকে খুন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। সত্যবাহী ওলামায়ে কিরামগণের শরীরকে বেয়োনেট এবং গুলি দ্বারা ঝাঁঝরা করা হয়েছে। কিন্তু মহানুভব বাহাদুর স্পন্দিত হবে আর অস্ত্র হতে বেপরোয়া হওয়ার দুঃখ-কষ্ট ভোগতে থাকবে।

যে মিম্বর থেকে ইয়াহুদী দুর্বৃত্তদের হত্যার হুকুম হয়েছিল সে মিম্বর হতে আজ দ্বীন ইসলাম ধ্বংস-বিধ্বস্ত হওয়ার উপর ধৈর্য ধারণের পয়গাম প্রচারিত হয়। যে মিম্বর হতে কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার হুকুম হয়েছিল সে মিম্বর হতেই আজ সালমান রুশদির হত্যার ফায়সালা প্রকাশ পেতে পারে না। আজ কুফরী শক্তি প্রকাশ্যে নেচে বেড়ায় আর ঈমানদারগণ মাথা গোঁজার জন্য আশ্রয়স্থল তালাশ করতে ব্যস্ত। এখন তো এমন মুহূর্ত যখন আমাদের পাকিস্তানে ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য সবকিছুর স্বাধীনতা রয়েছে সেখানের মাটিই মাওলানা জংগী এবং মাওলানা ইছার আল কাসেমী প্রমুখদের খুন পান করছে, শুধু খতমে নবুওয়াতের মত ইজমায়ী মাসআলার মিমাংসা করার জন্যই সে মাটিতে হাজার হাজার নওজোয়ানের লাশ পড়েছে, বদমাশ গুণ্ডারা খোলামেলাভাবে অসংখ্য মসজিদে নামাজরত মুসল্লিদের উপর ফায়ারিং করে বসে।

(চিন্তা করুন আমাদের বাংলাদেশেও ইসলামের দুরবস্থা এর চেয়ে কম নয় বরং আরো বেশি) তবে কি এ মুহূর্তেও মুসলিম জাতি ঘুমিয়ে থাকবে? এখনো কি তাদের জাগার সময় হয়নি?

মুসলিম উম্মাহকে সচেতন করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন এ যামানার মুফতীয়ে আজম হযরত আকদাস মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ সাহেব লুদিয়ানভী (দামাত বারাকাতুহুমুল আয়িলা) এর ব্যক্তিত্ব কারো প্রশংসার মোহতাজ নয় হযরতের ইলমী এবং রূহানী ফয়েজ দ্বারা সমগ্র দুনিয়া পরিতৃপ্ত।

আফ্রিকায় একবার এক উর্ধ্বতন শাইখুল হাদীস এবং আরিফবিল্লাহ বুজুর্গ এর মজলিসে আমার বসার সৌভাগ্য হয়েছে, আমি তার বৈঠকে হযরতে আকদাস মুফতী সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুল আলী সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি বলেন, "আরে আপনাদের তো খোশ কিসমত হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ লুদিয়ানভী তো বর্তমান সময়ে উলুম ও জ্ঞানের একক ব্যক্তি।"

মোট কথা আরব ও অনারবে হযরত মুফতী সাহেব এর ইলম ও মারেফাতের কিরণ বিস্তৃত রয়েছে, হযরতের দর্শন পূর্ণ ক্ষমতা এবং ইলমী অনুসন্ধান এবং রুহানী মর্যাদার উপর বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহ উপযুক্ত গর্ব করতে পারে। নিঃসন্দেহে হযরতের মত মুত্তাকী ফকীহ উম্মতের জন্য এক বড় দৌলত আল্লাহ যেন হযরতের হায়াতে অনেক অনেক বরকত দান করেন এবং ইলম ও মা-রেফাতের এই ধারাবাহিক ঝর্না থেকে উম্মতকে পরিতৃপ্ত করতে থাকে। আমীন ছুম্মা আমীন।

হযরতে আক্বদাস মুফতী ছাহেব মাদ্দা যিল্লুহু থেকে আল্লাহ তায়ালা যে সব জায়গায় খিদমত নিয়েছেন সেখানে হযরতের একটি গুরুত্বপূর্ণ খিদমত বাতিল ফেরকা সমূহের মোকাবেলায়ও নিয়েছেন। যারা উম্মতের ঈমান হরণ করতেছিল। হযরত প্রায় প্রত্যেকটি ফিতনাহ সমূহের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন এবং লিখার হক্বও আদায় করেছেন। হযরতের সত্যভাষী কলম তরবারীর ন্যায় এই ফিৎনাগুলির শাহরগে গিয়ে এমনভাবে পৌঁছেছে যে, একেবারে তারা যেন জ্ঞান গরীমায় মরে গেছে। হযরতের ক্ষুরধার লিখা এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠ নিজের একনিষ্ঠ ঈমানী জযবাকে কবজে লাগিয়ে প্রত্যেক বাতিলের প্রতি ধিক্কার দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে, বর্তমান সময় উম্মতের অধিকাংশ মানুষ এই জযবা হতে বিমুখ হয়ে রয়েছে।

হযরত আক্বদাস মুফতী সাহেব যখন আফগানিস্তান তাশরীফ নিয়েছেন আমরা হযরতকে কমিউনিস্ট ফৌজদের এমন এক জেনারেলকে চেনালাম যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে খ্যাতি অর্জন করেছে। কিন্তু আল্লাহর সিংহ পুরুষগণ এই শৃগালদের জীবিত গ্রেপ্তার করার পর তারা অন্যান্যদের জন্য দৃষ্টান্তকর তামাশা হয়ে গেল। তখন এই জালিম নর-পশুরা নিজেদের চেহারায় এমনভাবে অসহায়ত্বের পর্দা ঢেলে নিয়েছে যে যেই তাদেরকে দেখে তারই অনুকম্পা, সমবেদনা এসে যায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যেন হযরতে আক্বদাস মুফতী সাহেব মাদ্দাযিললুহুল আলীকে উত্তম প্রতিদান দেন যে তিনি এই হত্যাকারীদের ধিক্কার দিয়ে বললেন, "আমার নিকট তোমাদের শাস্তি একমাত্র মৃত্যু! যদি আমার শক্তি হতো তবে আমি তোমাদেরকে নিজ হাতেই হত্যা করতাম।"

আমি উল্লেখিত ঘটনা ইচ্ছা করে লিখেছি, যেন আমাদের ভয়কাতুরে মুসলমানদের কিছু হুঁশ বুদ্ধি আসে। যারা জালিম, স্বেচ্ছাচারী

কাফিরদের মৃত্যুতেই ভীত হয়ে যায় যারা নিজেদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস ভুলে গিয়েছে যারা সাহাবায়ে কিরামদের (রাঃ) জিহাদী না-রা এবং তারানা ভুলে গিয়ে অসহায়ত্বের জীবন যাপন করতেছে যারা কাপুরুষতার এমন শীর্ষে পৌছেছে যে, নিজেদের হাতে অস্ত্র পর্যন্ত নিতে পারে না যদি কেউ তাদের হাতে বন্দুক ধরিয়ে দেয় তখন থর থর করে কাঁপতে শুরু করে এবং ভয় করে যে, গুলি উল্টা নিজের দিকে আসে কিনা। এবং মূল্যবান জীবন সময়ের আগে না আবার শেষ হয়ে যায়।

হযরত মুফতী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম রাফেজী (শিয়া) ফিৎনার মুকাবেলায় খোলা তলোয়ার হয়ে ময়দানে এসেছেন এবং এই ফিৎনা কুফরী শুধু একথা বলে ক্ষ্যান্ত হননি বরং তিনি তাদের ব্যাপারে ইসলামী ফায়সালারও প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছেন, মুসলমানদেরকে এমনভাবে হুংকার দিয়েছেন যে পারস্য (ইরান) এর ভবনগুলি কেঁপে উঠল, খোমেনীয়ত হায় হায় করতে লাগল, তাদের সশস্ত্র ব্যক্তিরা নড়াচড়া দিয়ে উঠল এবং ইলম ও আমলের এই বীর পুরুষকে খতম করে দেয়ার জন্য কার্যকর প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেল এহেন পরিস্থিতিতে হযরতে আক্বদাস মুফতী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর খাদেমগণ এবং মুজাহিদগণ হযরতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং সশস্ত্র পাহারার অনুমতি চায়, মুজাহিদগণের অনেক তাগিদের পর হযরত দারুল ইফতার স্টাফ এবং ছাত্রগণও সম্পর্কিত অন্যান্য মুফতী এবং ওলামাগণকে, কোরআন, হাদীস এবং ফিক্‌হর আলোকে শরীয়তের গন্ডির ভিতর এই মাসআলার সমাধান তালাশ করার আদেশ করেন। ওলামাগণ এবং মুজাহিদদের পরামর্শ হয়, হুজুর (সাঃ) এর জীবনীর পাতাগুলি এক এক করে উল্টিয়ে দেখা হয়, যার ফলাফলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, হযরতে আক্বদাস মুফতী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এবং তাঁর

প্রতিষ্ঠান ও ত্বালাবাদের হিফাজতের জন্য ইসলামী নীতি অনুযায়ী সশস্ত্র পাহারাদারীর ধারাবাহিকতা শুরু করা হবে। এই নেক কাজের জন্য নওজোয়ান যুবকগণ নিজেদের যৌবনের ত্যাগ দান করে! মুজাহিদগণ হযরত মুফতী ছাহেব মাদ্দাযিল্লুহুর ইলমী মারকাযে পাহারার রুটিন তৈরি করেন। বড় বড় সেনা অফিসারগণ এই রুটিন দেখে কানাঘুষা করতে লাগল, দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ যা দারুল জিহাদও ছিল, এখন তো তা নিয়মিত দারুল জিহাদে পরিণত হয়ে গেল, যেদিকেই তাকানো হয় সেদিকেই অস্ত্র দেখা যায়! কাফিরদের মুলোৎপাটন হয়ে গেল, মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে বদমাশীর দাপট প্রদর্শনকারীরা এখন বিড়ালের মত দারুল ইফতার দিকে নজর করতে লাগল। কুকুরদের দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছে, হিংস্র বাঘের লেজ কেটে দিয়েছে, কেউ এক দুইবার বাহাদুরী দেখাবে তো তার আর রক্ষা নেই।

এমন সময়ে উচিৎ ছিল যে হযরতে আক্বাদাস মুফতী সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের প্রতি এই শ্রেষ্ঠ পুনরুজ্জীবনী কার্যক্রমের উপর এবং এই মৃতপ্রায় সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করার উপর ওলামাদের মুবারকবাদের পয়গাম আসা, (কিছু খোশকিসমত ওলামা এবং দ্বীনদার মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই পয়গাম এসেছেও) সত্যাশ্রয়ী এবং মসজিদগুলির প্রতিরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থাপনা শুরুও করেন, মিম্বর ও মেহরাবে খুশি প্রকাশিত হচ্ছে যে ইলম এবং জিহাদের ছিন্ন বন্ধন শেষ পর্যন্ত মিলিত হলো।

কিন্তু কিছু কিছু দ্বীনদার লোকদের এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পছন্দ হয়নি, এক মহান দ্বীনী মারকাযের প্রতিরক্ষা তাদের নিকট ভাল লাগেনি, স্বভাবগত তাদের জিহাদ বিমুখতা সমালোচনার রূপ ধরে উপস্থাপিত হতে লাগল, নবী উসসাইফ (তরবারীর নবী) এর কিছুসংখ্যক

ওয়ারিসগণ তরবারীকে ছিনতাইকারীদের চিহ্ন এবং কালাসিনকোপকে গুণ্ডাদের নিদর্শন সাব্যস্ত করেছে! আল্লাহই ভাল জানেন জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে তাঁদের কি ধারণা ছিল কেননা রাসূল (সাঃ) তো খোদ নিজেকে নবীউল মালাহিম প্রচন্ড লড়াই এ বীর লড়াকু বলতেন! মুফতী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর আমল তো কোরআন হাদীস ফিকাহ এবং ইজমা দ্বারাই প্রমাণিত কিন্তু সমালোচনাকারীদের নিকট স্বপ্ন এবং কল্পনা ছাড়া আর কোন দলীল নেই। ঐ সকল লোক যারা জিহাদকে শুধু সেনাবাহিনীর কাজ মনে করে এবং মুসলমানদেরকে প্রতিরোধের জন্যে পর্যন্ত অস্ত্র হাতে নেয়ার অনুমতি দেয় না, বাস্তবে তাদের কখনো অস্ত্রের প্রয়োজন হয়নি কোন কাফির তাদেরকে নিজেদের জন্য বিপদও মনে করে না এবং তাদের জন্য নিজেদের তরবারীতে শানও দেয় না। এই লোকেরা কাপুরুষতাকে নিরাপদ এবং দুর্বলতাকে পরিণাম দর্শিতা বলে আখ্যা দেয়। মুসলমানদের দুর্দশা ও যিল্লাতিকে তাওয়াযু মনে করে ইবাদত আখ্যা দেয়। হায় আফসোসঃ যদি তারা যিল্লতি এবং তাওয়াযু এর পার্থক্যটা বুঝতো অথচ এ লোকেরা যে কোরআনের কথা বলে সে কোরআনই নিজেদের প্রতিরোধের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়াকে কর্তব্য করে দিয়েছে, তারা যে নবীকে মান্য করে তিনি খোদ নিজ মুবারক হাতে অস্ত্র তুলেছেন, তিনি যে ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন সেই ঘর (বাইতুল্লাহ) জিহাদের শক্তিতে বিজয় হয়েছে।

জিহাদকে যারা ফাসাদ মনে করে তারা যেন নিজেদের ঈমানের অবস্থা সম্পর্কে খবর নেয় অন্যকে আঙুল দেখানোর আগে যেন নিজের ঈমানকে নতুনভাবে ঠিক করে নেয়, এবং উম্মতে মুসলিমাকে যেন যিল্লতি এবং গোলামীর সবক শিক্ষা না দেয়, যদি সে কাপুরুষ হয়ে

থাকে, অস্ত্র হাতে নেয়ার ক্ষমতা যদি তার না থাকে তবে সে যেন নিজের কাপুরুষতাকে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে কোরআন ও হাদীসকে উলট পালট করে নিজের কাপুরুষতার জন্য দলীল প্রমাণ সাব্যস্ত করে অন্যান্যদেরকে যেন বিভ্রান্ত না করে।

পরিশেষে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা পেশ করব, আল্লাহ্ তায়ালা যেন আমাদের সকল মুসলমানকে ইসলামের বুঝদান করেন। অস্ত্র রাখা মোটেই তাওয়াককুলের পরিপন্থী নয় এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুম। এজন্যেই তো কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে রিযিকদাতা মনে করে কামাই রোজগার ছেড়ে দেয় না, নিজের প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহে রাখা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় খোদ রাসূল (সাঃ) এর ঘরের প্রতিরক্ষার জন্য সাহাবায়ে কিরামগণ (রাঃ) পাহারা দিতেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে অধিক তাওয়াক্কুল ওয়ালা (আল্লাহর উপর ভরসাকারী) আর কে হতে পারে? অনেক মুহাদ্দিস এবং ফকীহগণের নিকট এ পাহারা রাসূল (সাঃ) এর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল।

বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে ইবনে কাসীর এবং তাফসীরে মাযহারী দেখুন।

কিন্তু বর্তমান জিহাদের নাম শুনলেই অনেক লোকের রং পাল্টে যায় এবং চেহারা কালো হয়ে যায় অথচ কোরআন মজীদে ইহাকে মুনাফিকদের আলামত হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জিহাদের নাম শুনামাত্রই তাদের চেহারা কালো হয়ে যায় এবং মৃত্যু যেন তাদেরকে ঘিরে বসে।

পরিশেষে ওলামায়ে কিরাম এবং দ্বীনদার মুসলমানদের খেদমতে আকুল আবেদন এই যে তারা যেন পাপিষ্ঠ দুরাচারী লোকদের হাতে

অস্ত্র তুলে না দেয়, কেননা এতে অন্যায় ও পাপাচার জোরদার হয়ে উঠবে এবং ইসলামের ক্ষতি হবে। অস্ত্র জনাব রাসূল (সাঃ) এর রেখে যাওয়া সম্পদ, সুতরাং এ অস্ত্র দ্বীনদার মুসলমান এবং ওলামায়ে কিরামগণের নিকট থাকাই উচিৎ যেন দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়।

☼ ☼ ☼

সমাপ্ত

সশস্ত্র পাহারা

মূল ঃ মাওলানা মাসউদ আজহার

ভাষান্তরে

মাওলানা মাহবুবুর রহমান শামীম

উৎসর্গ

সে শ্রদ্ধেয় আব্বা-আম্মা, দাদা-দাদু
ও নানা-নানুর কর কমলে
যাদের দোয়ায় ও প্রচেষ্টায় দু কলম
লেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

মূল্য ঃ পনের টাকা মাত্র

তোমরা ইসলাম বিরোধীদের
সাথে যুদ্ধ কর; আল্লাহ
তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি
দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন,
তাদের মোকাবেলায় তোমাদের
জয়ী করবেন, মুমিনদের
অন্তরসমূহ শান্ত করবেন এবং
তাদের মনের ক্ষোভ দূর
করবেন। আর আল্লাহ যাকে
ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাশীল হন;
আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

সূরা আত্ তাওবা-১৪, ১৫

ইসলাহ প্রকাশনী